পঞ্চদশ দার্‌স

নবীচরিত থেকে সংগৃহীত উপদেশাবলী

الدرس الخامس عشر

مواقف وعبر من سيرته ﷺ

তাঁর রসিকতাঃ তিনি তাঁর সাহাবীদের সাথে হাসি-ঠাট্টা করতেন। তাঁর পরিবারের সাথে রসিকতাপূর্ণ বাক্য বিনিময় করতেন। ছোটদের গুরুত্ব দিয়ে তাঁর সময়ের কিছু সময় তাদের জন্যও নির্দিষ্ট করতেন। তাদের সাথে তাদের বোধ ও সামর্থ্য অনুযায়ী আচরণ করতেন। কখনো তিনি তাঁর খাদেম আনাস ইবনে মালিক- ﷺ-এর সাথে রহস্য ক'রে বলতেন, 'ইয়া যাল উযুনায়ইন' "হে দুই কানের অধিকারী" এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে একটি সওয়ারী দিন। তিনি তাকে ঠাট্টাচ্ছলে বললেন, "আমরা তোমাকে একটি উষ্ট্রীর বাছুর দিবো।" সে বললো, উষ্ট্রীর বাছুর দিয়ে আমি কি করবো? তখন নবী করীম ﷺ বললেন, "উটকে উষ্ট্রী ছাড়া আবার কে প্রসব করে?" স্বীয় সাথীদের সাথে সব সময় মুচকি হাসি ও প্রফুল্লতা প্রদর্শন করতেন। তাঁর নিকট থেকে তাঁরা উত্তম বাক্য ব্যতীত কিছুই শুনতেন না। জারির ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'যখন থেকে আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি, তখন থেকে রাসূলুল্লাহ- ﷺ-আমাকে বাধা দান করেন নি এবং আমাকে দেখলেই মুচকি হাসি দিয়েছেন। (একদা) আমি তাঁর কাছে অভিযোগ করলাম যে, আমি ঘোড়ার পিঠে স্থির বসে থাকতে পারি না, তখন তিনি আমার বুকে চাপড় দিয়ে দুআ করলেন, "হে আল্লাহ! তাকে স্থির রাখো এবং সৎপথ প্রদর্শনকারী ও সৎপথ প্রাপ্ত করে দাও।" তিনি তাঁর আত্মীয়দের সাথেও রসিকতা করতেন। একদা তিনি তাঁর মেয়ে ফাতিমার বাড়িতে এলেন, কিন্তু বাড়িতে তাঁর স্বামী আলীকে দেখলেন না। তাই জিজ্ঞেস করলেন, "সে কোথায়?" ফাতিমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, তাঁর ও আমার মধ্যে (সামান্য) মনোমালিন্য হলে তিনি আমার উপর রাগ ক'রে বের হয়ে গেছেন। তিনি-ﷺ-তাঁর কাছে এলেন। তিনি মসজিদে শুয়ে ছিলেন। তাঁর চাদরটা (গা) থেকে পড়ে গেছিলো। তাই গায়ে ধুলা লেগেছিলো। তিনি-ﷺ-তাঁর শরীর থেকে ধুলা মুছতে মুছতে বললেন, "হে মাটির বাপ উঠো! হে মাটির বাপ উঠো!"

ছোটদের সাথে তাঁর আচরণ

তাঁর মহান চরিত্রের এক'টা বিরাট অংশ তাঁর পরিবারের লোক, স্ত্রীগণ এবং তাঁর মেয়েরাও পেয়েছেন। তিনি তাঁর স্ত্রী আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)র সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করতেন। তাঁকে তাঁর সখীদের সাথে খেলতে দিতেন। আয়েশা (রাযী আল্লাহু আনহা) বলেন, 'আমি নবী করীম-ﷺ-এর নিকটেই পুতুল নিয়ে খেলা করতাম। আমার অনেকগুলো সখী ছিলো তারা আমার সাথে খেলা করতো। রাসূলু-ﷺ-বাড়িতে প্রবেশ করলে তারা লুকিয়ে যেতো। তিনি তাদের আবার আমার সাথে খেলতে পাঠাতেন।' অনুরূপ তিনি ছোটদের গুরুত্ব দিতেন, তাদের সাথে হাসি-ঠাট্টা করতেন এবং তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করতেন। যেমন, আব্দুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, 'বিকালের কোন এক নামাযে (যোহর অথবা আসরে) রাসূলুল্লাহ-ﷺ-আমাদের নিকট উপস্থিত হলেন। তিনি হাসান অথবা হুসায়েনকে কোলে ক'রে নিয়ে এসেছিলেন। সামনে অগ্রসর হয়ে তাঁকে নামিয়ে দিলেন। অতঃপর তকবীর দিয়ে নামায আরম্ভ করলেন। সাজদা করলে তা সুদীর্ঘ করলেন। আমার পিতা বলেন, আমি মাথা উঠিয়ে দেখলাম যে, রাসূলের সাজদারত অবস্থায় শিশুটি তাঁর পিঠের উপর চড়ে বসেছে। আমি পুনরায় সাজদায় ফিরে গেলাম। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-নামায শেষ করলে, লোকে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি সুদীর্ঘ সাজদা করেছেন এমনকি আমরা মনে করেছিলাম, কোন কিছু ঘটেছে অথবা আপনার প্রতি অহী অবতীর্ণ হচ্ছে। তিনি-ﷺ-বললেন, "এ সবের কোন কিছুই ঘটেনি, তবে আমার এই ছেলেটা আমার উপরে চড়ে বসেছিলো তাই তাকে ত্বরান্বিত করতে ভাল মনে করলাম না, যাতে সে তার সাধ-ইচ্ছা পূরণ করে নেয়।" আনাস ইবনে মালিক-ﷺ-থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'নবী করীম-ﷺ-মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি আমার এক ছোট ভাইকে (রসিকতা ক'রে "ইয়া আবা উমায়ের মা-ফা'আলান্নু- গায়ের?" (হে উমায়েরের বাপ! তোমার নুগায়েরের খবর কি?) 'নুগায়ের' ছোট একটি পাখী ছেলেটি তা নিয়ে খেলা করতো (পাখিটি মারা গেলে তিনি তাকে এ কথা বলেছিলেন)। এই রূপ আচরণে ছেলেটির প্রতি রয়েছে সান্ত্বনা দানের সুর।